

সূরা ক্বাফ-মাক্কী

আয়াত : ৪৫

রুকু' : ৩

নামকরণ

সূরার প্রথমে উচ্চারিত বিচ্ছিন্ন বর্ণ 'ক্বাফ'-কে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলাচ্য বিষয়ের আলোকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি নবুওয়াতের পঞ্চম বর্ষের দিকে নাযিল হয়েছে। মক্কী যুগের দ্বিতীয় পর্যায়ের এ সময়টিতে কাফিরদের বিরোধিতা প্রবল হয়ে উঠলেও যুলুম-নির্যাতন তখনও আরম্ভ হয়নি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় হলো আখিরাত। রাসূলুল্লাহ সা. আখিরাত বিশ্বাসকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌছানোর লক্ষ্যে বেশীর ভাগ ফজরের নামাযে এ সূরা তিলাওয়াত করতেন। তাছাড়া প্রায় জুমুআর খুতবায় এবং দু' ঈদের নামাযে এ সূরা পাঠ করতেন। হাদীস থেকে একথার সমর্থন মেলে। উম্মে হিশাম বিনতে হারেসা বলেন, রাসূলুল্লাহ সা.-এর গৃহের নিকটেই আমার গৃহ ছিলো। প্রায় দু'বছর পর্যন্ত আমাদের ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর রুটি পাকানোর চুল্লীও অভিন্ন ছিলো। তিনি প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবায় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন। এতেই সূরাটি শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে যায়। (মুসলিম, কুরতুবী)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. আবু ওয়াকেরদ লাইসী রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. দু' ঈদের জামাতে কোন্ সূরা পাঠ করতেন? তিনি বললেন, 'ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং 'ইকতারাবাতিস সা'আহ'।

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সা. ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় 'সূরা ক্বাফ' তিলাওয়াত করতেন, (সূরাটি বেশ বড়) কিন্তু এতদসত্ত্বেও বেশ হাক্কা মনে হতো। (কুরতুবী)

রাসূলুল্লাহ সা. মক্কায় দাওয়াতে দীনের কাজ শুরু করলে মানুষ আখিরাতকে অসম্ভব মনে করতে লাগলো। তারা বলতে লাগলো যে, এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর মাটিতে বিলীন দেহের অংশগুলোকে আবার একত্রিত করে আমাদের থেকে এ দুনিয়ার কর্মকাণ্ডের হিসেব নেয়া হবে। তাদের এ ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাযিল করেন।

আল্লাহ তা'আলা আখিরাত সংঘটনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি যুক্তি প্রমাণ পেশ করেছেন এ সূরায়। বলা হয়েছে যে, তোমাদের দেহ মাটিতে বিলীন হয়ে

যাওয়ার পরও তা আমার জ্ঞানের আড়ালে যেতে পারে না। তার অণুগুলো কোন্টি কোথায় গেছে, তার রেকর্ড আমার কাছে আছে এবং তাকে আবার তৈরি করার জন্য আমার একটি হুকুম-ই যথেষ্ট। আখিরাতের ব্যাপারটা তোমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণেই তোমাদের বুঝে না আসতে পারে ; কিন্তু তাতে আখিরাতের সংঘটন থেমে থাকবে না। কেউ যদি সত্যকে অস্বীকার করে, তাতে সত্য পরিবর্তন হবে না বা তা মিথ্যায় পরিণত হবে না।

অতপর আমাদের দৃশ্যমান জগত থেকে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী থেকে প্রমাণাদি পেশ করে আখিরাতের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এসব অবিশ্বাসীরা কি তাদের মাথার ওপর বিরাজমান আকাশমণ্ডলী, বিস্তৃত যমীন, পাহাড়-পর্বত, সুদৃশ্য উদ্ভিদরাজি, আসমান থেকে বর্ষিত পানি এবং সে পানির সাহায্যে উৎপন্ন তাদের রিযিকের বিভিন্ন সামগ্রী ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখে না যে, এগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো থেকেই তো আখিরাত সংঘটন সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া যায়।

এরপর অতীতের আখিরাত-অবিশ্বাসী উদ্ধৃত জাতিগুলোর পরিণতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অতীতের অনেক শক্তিমান জাতি গোষ্ঠী যেমন নূহের জাতি, রাস্বাসী, সামূদ, আদ, ফিরআউন, লূত, আইকাবাসী এবং তুবা প্রভৃতি জাতি-গোষ্ঠী তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলদের কথা অবিশ্বাস করে আখেরাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। কিন্তু তারা আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পায়নি।

বলা হয়েছে যে, তোমাদেরকে দুনিয়াতে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া হয়নি ; বরং তোমাদের নিকট থেকে তোমাদের প্রতিটি মুহূর্তের কর্ম-তৎপরতা সম্পর্কে হিসেব নেয়া হবে। তোমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ সংরক্ষণ করা হচ্ছে। বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার পর যেমন মাটি ফুঁড়ে উদ্ভিদরাজি বের হয়, তেমনি তোমরাও আল্লাহর একটিমাত্র ইংগিত পাওয়া মাত্রই যার দেহকণা যেখানেই থাকুক না কেনো বের হয়ে এসে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। আজ তোমাদের বিবেক-বুদ্ধির ওপর যে পর্দা পড়ে আছে, সেদিন তা সরে যাবে। তোমরা সেদিন নিজের চোখেই নিজের কর্মকাণ্ডের সংরক্ষিত রেকর্ড দেখতে পাবে। তোমরা সেদিন বুঝতে পারবে দুনিয়াতে যে বিষয়টিকে তোমরা অসম্ভব মনে করেছিলে সেই আখিরাত তথা আল্লাহর সামনে জবাবদিহি জান্নাত ও জাহান্নাম সবই তোমাদের সামনে সত্য হয়ে দেখা দেবে।



ক্বূ-৩

৫০. সূরা ক্বাফ-মাকী

আয়াত-৪৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ق تَسَوَّالِقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝ بَلْ عَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ

১. ক্বাফ ; কসম মহামর্যাদাবান কুরআনের' । ২. কিন্তু তারা বিস্মিত হয়েছে যে, তাদের নিকট এসেছেন তাদের মধ্য থেকেই একজন সতর্ককারী' ;

فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ

তাই সেই কাফিররা বলতে শুরু করলো, এটা তো আশ্চর্যজনক বিষয় । ৩ যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি হয়ে যাব তখন কি (আমরা আবার জীবিত হবো) ? এটা তো

①-ক্বাফ (এর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন) ; ক-কসম ; الْقُرْآن-কুরআনের ; -جَاءَ هُمْ ; -ان-যে ; -بَل-কিন্তু ; -عَجَبُوا-তারা বিস্মিত হয়েছে ; -مُنْذِرٌ-একজন সতর্ককারী ; -مِنْهُمْ-(জা+হম)-তাদের নিকট এসেছেন ; -فَقَالَ-তাই বলতে শুরু করলো ; -الْكَافِرُونَ-সেই কাফিররা ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ②- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ③- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ④- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑤- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑥- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑦- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑧- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑨- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑩- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑪- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑫- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑬- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑭- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑮- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑯- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑰- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑱- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑲- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ⑳- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉑- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉒- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉓- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉔- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉕- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉖- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉗- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉘- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉙- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉚- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉛- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉜- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉝- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉞- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㉟- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊱- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊲- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊳- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊴- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊵- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊶- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊷- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊸- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊹- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊺- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊻- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊼- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊽- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊾- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক । ㊿- (জা+হম) ; -إِذَا-এটা তো ; -هَذَا-বিষয় ; -عَجِيبٌ-আশ্চর্যজনক ।

১. অর্থাৎ কুরআন মাজীদ মহামর্যাদার অধিকারী, মহান, অফুরন্ত কল্যাণকর ও গৌরবান্বিত অতুলনীয় একটি গ্রন্থ। কুরআন মাজীদের সমতুল্য কোনো গ্রন্থ দুনিয়াতে নেই। ভাষা ও সাহিত্যমানের দিক থেকে যেমন তার কোনো তুলনা নেই, তেমনি শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারেও তা তুলনাহীন। কুরআন মাজীদের কল্যাণকারিতার কোনো শেষ নেই। মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত এ থেকে পথ নির্দেশনা গ্রহণের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করে নিজেদের উভয় জগতের শান্তি নিশ্চিত করতে পারে।

২. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল। এর প্রমাণ হলো এ মহান গৌরবময় মর্যাদার অধিকারী কুরআন। আর তাদের হিদায়াতের জন্য তাদের মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী পাঠানো অত্যন্ত যুক্তিসংগত বিষয়। তাদের মধ্য থেকে একজন মানুষকে রাসূল হিসেবে না পাঠিয়ে ফেরেশতা বা অন্য কোনো সৃষ্টিকে পাঠালে সেটাই হতো আপত্তি সাপেক্ষে। কিন্তু তারপরও কাফিররা রিসালাতকে অস্বীকার করছে এর যুক্তি সংগত কোনো কারণ নেই। মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠানো কোনো বিশ্বয়ের ব্যাপার নয়। মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টিকে পাঠালে সেটাই বরং বিশ্বয়ের ব্যাপার হতো।

رَجْعَ بَعِيدٍ ۖ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ ۝

সুদূর পরাহত প্রত্যাবর্তন°। ৪. নিঃসন্দেহে আমি জানি যমীন তাদের কতটুকু ক্ষয় করে ; আর আমার কাছে রয়েছে (তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী একটি কিতাব।°

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ لَهَا جَاءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ ۝ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

৫. বরং তারা সত্য অস্বীকার করেছে যখন তা (সত্য) তাদের কাছে এসেছে, ফলে তারা সংশয়ে দৌদুল্যমান অবস্থায় পড়ে আছে।° ৬. তারা° কি তবে তাকিয়ে দেখে না

رَجْعَ-প্রত্যাবর্তন ; ۝-সুদূর পরাহত ৪। ۝-নিঃসন্দেহে আমি জানি ; مَا- ; আর ; ۝-তাদের ; (من+هم)-منهم ; الْأَرْضُ-যমীন ; تَنْقُصُ-ক্ষয় করে ; ۝-আমার কাছে রয়েছে ; كِتَابٌ-একটি কিতাব ; حَفِيفٌ-(তার সবকিছুর) সংরক্ষণকারী ৫। ۝-বরং ; بَلْ-তারা অস্বীকার করেছে ; بِالْآيَاتِ-(ব+আ+ই)-আয়াত ; لَهَا-তাদের ; جَاءَ- ; هُمْ-তারা ; فَهُمْ-ফলে তারা ; فِي أَمْرٍ-অবস্থায় ; مَرِيجٍ-সংশয়ে দৌদুল্যমান ৬। ۝-তারা° কি তবে তাকিয়ে দেখে না ; (أَفَلَمْ يَنْظُرُوا)-তারা° কি তবে তাকিয়ে দেখে না ;

৩. কাফিরদের প্রথম আশ্চর্যের বিষয় ছিলো তাদের মধ্যকার একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠানো। তাদের আশ্চর্য হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, সেই রাসূলের বক্তব্য যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর আবার তাদের জীবিত করে উঠানো হবে এবং দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব গ্রহণ করা হবে। অতপর তাদেরকে ভালো কাজের পুরস্কার হিসেবে চিরসুখময় জান্নাতে স্থান দেয়া হবে অথবা মন্দ কাজের শাস্তিরূপ চিরদুঃখময় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

৪. এ আয়াতটিও একথার প্রমাণ যে, আখিরাতে মানুষ পুনর্জীবন লাভের সময় সেই একই দেহ নিয়েই পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে জীবিত ছিলো। আর তাই এ বিষয়টিকে কাফিরদের অস্বীকার করার জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, মানুষের দেহের বিভিন্ন অংশ কোন্টি কোথায় ও কিভাবে পড়ে আছে, তা আল্লাহ তা'আলা ভালো করেই জানেন। তাঁর কাছে এর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড রয়েছে। যখন পুনর্জীবন লাভের সময় আসবে তখন ফেরেশতারা তাঁর নির্দেশে রেকর্ড অনুসারে বিক্ষিপ্ত দেহকণাগুলোকে একত্রিত করে ছবছ সেই একই দেহ দিয়েই তাকে গঠন করবে, যে দেহ নিয়ে সে দুনিয়াতে বেঁচেছিলো। তার দেহের কোনো ক্ষুদ্রতম অণুও তার পুনর্গঠিত দেহ থেকে বাদ পড়বে না।

৫. অর্থাৎ সত্যের দাওয়াত শোনামাত্রই কোনো প্রকার চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা সত্যকে অস্বীকার করে বসেছে। তাদের অত্যন্ত সুপরিচিত, তাদের সকলের বিশ্বস্ত,

إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا مِنْ فَرْجٍ

তাদের ওপরে আসমানের দিকে, আমি তা কিভাবে বানিয়েছি এবং তাকে সুশোভিত করেছি^১ ? আর তাতে কোনো ফাটল-ও নেই^২ ।

إلى-দিকে ; السَّمَاءِ-আসমানের ; فَوْقَهُمْ-(ফুও+হুম)-তাদের ওপর ; كَيْفَ-কিভাবে ;
بَنَيْنَاهَا-(বিনা+হা)-আমি তা বানিয়েছি ; وَ-এবং ; زَيَّنَّاهَا-(যিনা+হা)-তাকে সুশোভিত
করেছি ; مَا-আর ; مِنْ-নেই ; لَهَا-তাতে ; مِنْ-কোনো ; فَرْجٍ-ফাটলও ।

তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান এবং সকলের চেয়ে উত্তম লোকটি যে দাওয়াত পেশ করেছেন, যে বাণী নিয়ে তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন, তাকে যাঁচাই-বাছাই না করে মিথ্যা বলে প্রথমেই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আর তাদের অযৌক্তিক কাজটিকে যুক্তিসিদ্ধ করার জন্য সত্যের দাওয়াত নিয়ে আসা রাসূলকে বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত করা শুরু করেছে। তারা কখনো তাঁকে কবি, কখনো গণক, কখনো উনাদ, আবার কখনো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। কিন্তু তারা কখনো কোনো একটি কথায় স্থির থাকতে পারেনি এটাই ছিলো তাদের সংশয়ে দৌদুল্যমান অবস্থায় পড়ে থাকা। অথচ তারা যদি তাঁর দাওয়াতকে প্রথমেই অস্বীকার না করতো, বরং তাঁর কথাগুলো এবং তাঁর পেশ করা যুক্তি-প্রমাণগুলো মনযোগ দিয়ে শুনতো, তারপর সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো তাহলে তারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হতো এবং সংশয় সন্দেহ, দৌদুল্যমান অবস্থায় তাদেরকে উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হতো না।

৬. ইতিপূর্বকার পাঁচটি আয়াতে রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখান থেকে আখিরাত সম্পর্কে তাঁর দেয়া খবরসমূহের সত্যতার পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হচ্ছে। তারা যে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব প্রদান ও জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ অসম্ভব ও যুক্তি-বিরোধী বলে প্রচার করে বেড়াচ্ছে, তার বিপক্ষেই এসব যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে।

৭. ‘মাথার ওপরে আসমান’ বলতে উর্ধ্বজগতকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ দিবারাত্রি দেখে আসছে এবং যেখান থেকে সূর্যকে দিবসে আলো ছড়াতে দেখে রাত্রে সেখানে তারার মেলা বসে। এ আসমানের যতটুকু আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তাতেই আমাদের বিশ্বয় বিমূঢ় হয়ে যেতে হয়। আর যদি শক্তিশালী ‘দূরবীন’ লাগিয়ে দেখা যায়, তাহলে আল্লাহর কুদরাতের বিশালতার পরিমাপ করা আমাদের সংকীর্ণ জ্ঞানের পক্ষে অসাধ্যই থেকে যায়। খালি চোখে যতটুকু দেখা যায় ততটুকু সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে যতটুকু ধারণা পাওয়া যায়, তাতেই একথা আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, আল্লাহ অবশ্যই মৃত্যুর পর আমাদের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পরও আমাদের দেহকণাগুলো একত্রিত করে পুনর্জীবন দিতে সক্ষম।

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

৭. আর যমীন—আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং তাতে স্থাপন করেছি সুউচ্চ পর্বতমালা, আর তাতে উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদরাজি

زَوْجٍ بِهِمْ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۖ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

প্রত্যেক প্রকারের—ভরতাজা। ৮. —সত্যের প্রতি প্রত্যাভর্তনকারী প্রত্যেক বান্দার জন্য দৃষ্টি প্রসারণ ও উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে। ৯. আর আমি নাথিল করেছি আসমান থেকে

مَاءٌ مَبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالنَّخْلَ بُسْقٍ لَّهُمَا

বরকতময় পানি এবং তা দ্বারা আমি উৎপন্ন করেছি বাগ-বাগিচা ও কৃষিজাত শস্য।

১০. আর (উৎপন্ন করেছি) দীর্ঘ-উচ্চ খেজুর গাছ, তাতে রয়েছে

৩০-আর ; وَ-আমি তাকে বিছিয়ে দিয়েছি ; مَدَدْنَاهَا-(মদদনা+হা)-যমীন ; الْأَرْضُ-এবং ; اثْبَتْنَاهَا-স্থাপন করেছি ; فِيهَا-তাতে ; سُوْدُكُ-সুউচ্চ পর্বতমালা ; وَ-আর ; اَنْتَبِهْ-উৎপন্ন করেছি উদ্ভিদ রাজি ; فِيهَا-তাতে ; مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; زَوْجٍ-প্রকারের ; تَبَصَّرَ-দৃষ্টি প্রসারণ ; وَ-ও ; ذِكْرِي-উপদেশ গ্রহণের উপকরণ হিসেবে ; وَ-প্রত্যেকের জন্য ; عَبْدٍ-বান্দাহ ; مُنِيبٍ-সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী । ৩১-আর ; نَزَّلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءٍ-পানি ; جَنَّتْ-তা দ্বারা ; وَفَاثْبَتْنَاهَا-(ফ+অনিতনা)-এবং আমি উৎপন্ন করেছি ; بِهِ-তাহা দ্বারা ; وَ-ও ; حَبٍّ-শস্য ; الْحَصِيدِ-কৃষিজাত । ৩২-আর (উৎপন্ন করেছি) ; وَ-তাতে রয়েছে ; اَلْخُلُوعِ-খিজুর গাছ ; دَائِرٍ-দীর্ঘ উঁচু ; وَ-তাকে রয়েছে ;

৮. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এই যে আসমানের বিশাল গোলক সৃষ্টি করেছেন, তাতে না আছে কোনো জোড়া-তালি আর না আছে কোনো ফাটল বা সেলাইয়ের চিহ্ন। যদি এটা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হাতে তৈরী হতো, তাহলে এতে দেখা যেতো হাজার জোড়া তালি ও ফাটলের চিহ্ন। এতবড় আসমান তৈরিতে যখন মানুষ আল্লাহর কোনো দুর্বলতা ও খুঁত বের করতে সক্ষম হয় না ; তখন তাঁর সম্পর্কে এ ধারণা মানুষ কিভাবে করতে পারে যে, দুনিয়াতে মানুষকে দেয় পরীক্ষার সময় শেষ হলে হিসেব-নিকেশ নেয়ার জন্য তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করে তাঁর সামনে হাজির করতে সক্ষম হবেন না।

৯. আখিরাতের সত্যতা সম্পর্কে আসমানী প্রমাণ দেয়ার পর মানুষের চোখের সামনে অবস্থিত এবং দিবারাত্রি দৃশ্যমান প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের বিচরণের জন্য যমীনকে তথা ভূ-পৃষ্ঠকে কেমন সমতল বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করেছেন।

طَلَعَ نَضِيدٌ ۝ رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كُنَّا لَكَ الْخُرُوجُ ۝ كَذَّبَتْ

থরে থরে সজ্জিত কাদি। ১১. (আমার) বান্দাহদের জন্য রিষিক হিসেবে— আর আমি তার (রুটির) দ্বারা মৃত জনপদকে সজ্জীবিত করি°, এভাবেই হবে (মৃতদের পুনরায় মাটি থেকে) বেরিয়ে আসা°। ১২. মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ ۝ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۝

এদের আগে নূহের কাওম ও রাস্বের অধিবাসীরা° এবং সামুদ সম্প্রদায়। ১৩. আর কাওমে আদ ও ফিরআউন সম্প্রদায়° এবং লূতের ভাইয়েরাও (মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো)।

ল+আল+)-(-)لِلْعِبَادِ-রিষিক হিসেবে ; رَزَقًا ১১) ; طَلَعَ-কাদি ; نَضِيدٌ-থরে থরে সজ্জিত। ১২) ; عِبَاد-আমার বান্দাহদের জন্য ; وَ-আর ; أَحْيَيْنَا-আমি সজ্জীবিত করি ; بِهِ-তার দ্বারা ; بَلْدَةً-জনপদকে ; مَيِّتًا-মৃত ; كَذَّبَتْ-এভাবেই হবে (মৃতদের মাটি থেকে) ; (-)قَبْلَهُمْ-(হে)-قَوْمَ نُوحٍ-এদের আগে ; أَصْحَابُ الرَّسِّ-অধিবাসীরা ; وَ-ও ; ثَمُودُ-সামুদ সম্প্রদায় ; ১৩) ; وَ-আর ; وَعَادٌ-কাওমে আদ ; وَ-ও ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন সম্প্রদায় ; وَ-এবং ; إِخْوَانُ-ভাইয়েরাও ; لُوطٍ-লূতের।

মাঝে মাঝে পাহাড় সৃষ্টি করে যমীনে সুদৃঢ়ভাবে স্থির রেখেছেন। যমীনে অগণিত উদ্ভিদরাজি সৃষ্টি করে মানুষের রিষিকের ব্যবস্থা করেছেন। তারপরও মানুষ কি করে আখিরাতের জীবনকে ভুলে যমীনে বেপরওয়া জীবনযাপন করতে পারে এবং আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে পারে ? যারা এসব কিছু দেখার পরও আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে তারা মূলতই মূর্খ, নির্বোধ ও যালিম।

১০. অর্থাৎ শুষ্ক ও মৃত জনপদে যখন আসমান থেকে পানি বর্ষিত হয়, তখন মাটি ফুঁড়ে যে বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদরাজি মাথাতুলে দাঁড়ায় তদ্রূপ আগে-পরের সকল মানুষই যথাসময়ে মাটি থেকে বের হয়ে আসবে। দুনিয়াতে কেউ আখিরাতকে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক সবাইকেই সেদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

১১. মৃত্যুর পর পুনর্জীবন যে অসম্ভব নয় এখানে তার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পরও যেমন উদ্ভিদরাজি ও পোকামাকড় মাটির অভ্যন্তরে নিশ্চাপ হয়ে পড়ে থাকে এবং বৃষ্টিপাতের সাথে সাথে তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দেয়, তেমনি মানুষও কিয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমের সাথে সাথে মাটি থেকে বের হয়ে হাশরের মাঠের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, আরব দেশে এমন অঞ্চলও আছে যেখানে একাধিক্রমে পাঁচ বছরও বৃষ্টি হয় না। এমনকি কখনো কখনো এর চেয়ে বেশী সময়ও প্রকৃতি বৃষ্টিহীন

وَأَصْحَابُ الْآيِكَةِ وَقَوْمٌ تُبْعِ كُلُّ كَذَّبِ الرَّسْلِ فَحَقَّ وَعَيْدٌ ۝

১৪. আর আইকার বাসিন্দারা এবং তুকা সম্প্রদায়^{১৪} প্রত্যেকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো^{১৫} রাসূলদেরকে^{১৬} ফলে আমার শাস্তির ধমক (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে^{১৭}

১৪- 'আর' ; 'আইকার' -الْآيِكَةِ ; 'বাসিন্দারা' ; 'অবঃ' ; 'সম্প্রদায়' -قَوْمٌ ; 'তুকা' ; 'প্রত্যেকেই' ; 'কল' -كُلُّ ; 'মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো' ; 'রাসূল' -الرَّسْلِ ; 'রাসূলদেরকে' ; 'ফলে' (তাদের ওপর) কার্যকর হয়েছে ; 'ও-আমার শাস্তির ধমক' -وَعَيْدٌ ।

থাকে। উত্তপ্ত মরুভূমিতে এত দীর্ঘ সময় উদ্ভিদের মূল ও কীট-পতঙ্গ জীবিত থাকা কাল্পনাভীত। তারপরও সেখানে যখন কখনো সামান্য বৃষ্টি হয় তখন উদ্ভিদরাজি ও কীট পতঙ্গ জীবন লাভ করে। এ থেকেও আখিরাতের পুনর্জীবন লাভের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২. রাস' শব্দটি আরবিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রসিদ্ধ অর্থ কাঁচা কূপ যা ইট-পাথর দ্বারা পাকা করা হয়নি। রাস্‌সের অধিবাসী দ্বারা কাদেরকে বুঝানো হয়েছে তা কুরআন মাজীদ থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে প্রসিদ্ধ মুফাস্সির দাহ্‌হাকের মতে এর দ্বারা আযাবের পর সামূদ জাতির অবশিষ্ট লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সালেহ আ.-এর জাতি কাওমে সামূদ-এর ওপর আযাব নাযিল হলে তাদের মধ্য থেকে চার হাজার ঈমানদার লোক আযাব থেকে রক্ষা পায়। তারা আযাব নাযিলের স্থান থেকে গিয়ে 'হাযরা মাওত' নামক স্থানে গিয়ে বসতিস্থাপন করে। তাদের সাথে হযরত সালেহ আ.-ও ছিলেন। হাযরা মাওতে তারা একটি কূপের পাশে বাস করতে থাকে। তারপর সালেহ আ.-এর মৃত্যু হয়। আর এ কারণেই উক্ত স্থানের নাম 'হাযরা মাওত'—অর্থাৎ মৃত্যু উপস্থিত হলো—হয়ে যায়। তারা এখানেই থেকে যায়। পরবর্তী কালে তাদের বংশধরদের মধ্যে মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন নবী পাঠান। কিন্তু তারা তাঁকে কূপে ফেলে হত্যা করে। ফলে তাদের ওপর আযাব এসে পড়ে। তাদের কূপ অকেজো হয়ে যায়, তাদের দালান-কোঠা শ্মশানে পরিণত হয়। কুরআন মাজীদে সূরা হজ্জের ৪৫ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে—“কত জনপদ আমি ধ্বংস করেছি, যার অধিবাসীরা ছিলো যালেম, এসব জনপদ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে আছে এবং কত কূপ পরিত্যক্ত হয়ে আছে ও কত প্রাসাদও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।” (সূরা আল হাজ্জ : ৪৫)

১৩. 'সামূদ' জাতি ছিলো সালেহ আ.-এর উম্মত, আর 'আদ' জাতি ছিলো হুদ আ.-এর উম্মত। বিশাল শরীর ও বীরত্বের জন্য 'আদ' জাতি আরব দেশে প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো। তারা তাদের নবীর কথা অমান্য করে এবং তাঁর ওপর নির্যাতন চালায়। অবশেষে ঝঞ্ঝা-বায়ুর আযাবে তারা শেষ হয়ে যায়।

'ফিরআউনের জাতি' না বলে শুধুমাত্র ফিরআউনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ সে তার জাতিকে একেবারে গুরুত্বহীন করে জাতির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসেছিলো। তার জাতির কথা বলার কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। ছিলো না তাদের কোনো

মানসিক দৃঢ়তা, সে একাই তাদেরকে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যেতো। আর তাই জাতির পথ ভ্রষ্টতার জন্যও তাকেই দায়ী করা হয়েছে। তবে তার জাতি যেহেতু তার মতো যালিমকে তাদের ঘাড়ে উঠে বসার ব্যাপারটাকে মেনে নিয়েছে, তাই তার জাতিও তার অপরাধের দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়নি। সূরা যুখরুফের ৫৪ আয়াতে একথা বলা হয়েছে—“ফিরআউন তার জাতিকে গুরুত্বহীন মনে করে নিয়েছে এবং তারাও তার আনুগত্য করেছে, আসলে তারাও ছিলো পাপাচারী।”

১৪. ‘তুব্বা’ সম্প্রদায়’ সম্পর্কে কুরআন মাজীদে শুধুমাত্র নাম উল্লেখ ছাড়া বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। মুফাস্সিরীনে কিরাম এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার সংক্ষিপ্তসার হলো, ‘তুব্বা’ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির নাম নয়। এটা ইয়ামানের হিমইয়ারী গোত্রের সম্রাটদের উপাধি বিশেষ। তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়ামানের পশ্চিমাংশকে রাজধানী করে আরব, শাম (সিরিয়া), ইরাক ও আফ্রিকার কিছু অংশ শাসন করেছে। হাফেজ ইবনে কাসীরের মতে ‘তুব্বা’ সম্প্রদায়ের সম্রাটের মধ্যে আস‘আদ আবু কুরায়েব ইবনে মালফিকারেব-এর শাসনকাল সবচেয়ে দীর্ঘকাল ছিলো, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা.-এর নবুওয়াত লাভের সাতশত বছর আগে তার আমল অতিক্রান্ত হয়েছে। সে অনেক দেশ জয় করে সমরকন্দ পর্যন্ত পৌছে যায়। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বলেন, দিগ্বিজয়কালে এ সম্রাট মদীনা মুনাওয়ারা অতিক্রম করার সময় মদীনা করায়ত্ত করার ইচ্ছা করে। মদীনাবাসীরা দিনের বেলা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও রাতের বেলা তার মেহমানদারী করতো। ফলে সে মদীনা জয়ের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। মদীনাবাসী দু’জন ইয়াহুদী আলেম তাকে সতর্ক করে দেয় যে, মদীনা করায়ত্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ এটা শেষ নবীর হিজরতের স্থান। অবশেষে সম্রাট ইয়াহুদী আলেমদ্বয়কে সাথে নিয়ে ইয়ামানে ফিরে যায়। তাদের শিক্ষা ও প্রচারে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট ইয়াহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। তৎকালে ইয়াহুদী ধর্মই সত্য ধর্ম ছিলো। তুব্বা সম্রাটের মৃত্যুর পর তার সম্প্রদায় আবার মূর্তিপূজা ও অগ্নিপূজায় লিপ্ত হয়। ফলে তাদের ওপর আল্লাহর গণ্য নাযিল হয়। কুরআন মাজীদে এ জন্যই শুধু ‘তুব্বা’ না বলে ‘তুব্বা সম্প্রদায়’ উল্লিখিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

১৫. অর্থাৎ উল্লিখিত জাতিসমূহ তাদের রাসূলের রিসালাতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো। মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এবং জান্নাত বা জাহান্নাম লাভের রাসূলের দেয়া এ সংবাদকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিলো।

১৬. অর্থাৎ তাদের নিকট যে রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই রাসূলের প্রদত্ত খবরকে অস্বীকার করা সকল রাসূলকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা সকল রাসূলই সর্বসম্মতভাবে একই দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে একই খবর তারা দিয়েছেন। তাছাড়া এসব জাতি শুধুমাত্র তাদের প্রতি প্রেরিত রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেনি, বরং আল্লাহ তা‘আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য কোনো মানুষকেই রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তারা এ বিষয়টাকে মেনে নিতে রাজী ছিলো না, অর্থাৎ তারা আসলে একজন রাসূলের অস্বীকারকারী ছিলো না, তারা ছিলো মূল রিসালাতকেই অস্বীকারকারী।

﴿أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾

১৫. তবে কি আমি প্রথমবার সৃষ্টিতেই অক্ষম হয়ে পড়েছি? বরং তারা নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে^{১৫}।

﴿ب+ال+﴾-بِالْخَلْقِ-তবে কি আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি; ﴿ا+ف+عَيْنَا﴾-أَفَعَيْنَا-সৃষ্টিতেই; ﴿الْأَوَّلِ﴾-প্রথমবার; ﴿بَلْ﴾-বরং; ﴿هُمْ﴾-তারা; ﴿فِي﴾-মধ্যে রয়েছে; ﴿لَبْسٍ﴾-সন্দেহের; ﴿مِّنْ﴾-ব্যাপারে; ﴿خَلْقٍ﴾-সৃষ্টির; ﴿جَدِيدٍ﴾-নতুন।

১৭. এটিই আখিরাতকে অস্বীকার করার চাক্ষুষ পরিণতি। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো তাদের নবী-রাসূলদের কথাকে অমান্য করে আখিরাতের জবাবদিহিতাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের মধ্যে গুরু হয়েছে নৈতিক অধঃপতন। আর আখিরাত অস্বীকার করার অনিবার্য প্রতিক্রিয়া এটাই। যার ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছে ঐতিহাসিক ধ্বংসাত্মক পরিণতি। আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রদত্ত আযাবের ধমক তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে। দুনিয়ার বুক থেকে তাদের নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেছে। আছে শুধু তাদের পরিণতির সাক্ষ্য হিসেবে তাদের বিধ্বস্ত প্রাসাদরাজি।

আখিরাত অস্বীকৃতির সাথে নৈতিক বিকৃতি অনিবার্যভাবে জড়িত। আখিরাত অস্বীকারকারী মানুষের নৈতিক বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী। পক্ষান্তরে নৈতিক বিকৃতির শিকার মানুষই আখিরাতে অবিশ্বাসী। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বহীন ও তার কাজকর্মের জবাবদিহি মুক্ত করে দুনিয়াতে ছেড়ে দেননি। বরং দুনিয়ার এ জীবনকাল শেষ হওয়ার পর তাকে তার সমস্ত কাজ-কর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। এজন্য যখনই মানুষ নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করে দুনিয়ায় জীবনযাপন করতে চায়, তখনই তার কাজকর্ম ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠে এবং ক্রমাগত তার মন্দ ফলাফল দেখা দিতে থাকে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখিরাত অবিশ্বাস বাস্তবতা বিরোধী।

১৮. পারলৌকিক জগত যে অবশ্যম্ভাবী তার যুক্তিসংগত প্রমাণ হলো—যে আল্লাহ প্রথমবার এ বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন যার বাস্তব প্রমাণ আমাদের অস্তিত্ব। আমাদের অস্তিত্বই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করতে অক্ষম ছিলেন না। সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতে অক্ষম হবেন কেনো? এর কোনো যুক্তিসংগত কারণই থাকতে পারে না। অতএব পারলৌকিক জগত একমাত্র বুদ্ধিহীন লোকেরাই অস্বীকার করতে পারে এবং পরিণামে নিজেদের উভয় জাহানকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে।

১ম রুকু' (১-১৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মানুষের জন্য সার্বিক বিচারে উভয় জাহানে কল্যাণকর মহামর্যাদার অধিকারী অতুলনীয় এক গ্রন্থ।

২. সর্বকালে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য মানুষকেই নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। এতে যারা বিশ্বয় প্রকাশ করেছে তারা যথার্থই নির্বোধ। মূলত এ নির্বোধরা রিসালাতকে অস্বীকার করার মাধ্যমে আখিরাতকেই অস্বীকার করে, যাতে করে তারা দুনিয়াতে অনৈতিক জীবনযাপন করতে পারে।

৩. মৃত্যুর পর মানুষের দেহ মাটিতে মিশে যাওয়ার পর তা যেখানে যে অবস্থায়ই পড়ে থাকুক না কেনো, আল্লাহর নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পুনর্গঠিত হয়ে জীবিত হয়ে উঠতে বাধ্য; কেননা আল্লাহর নিকট তার পূর্ণ রেকর্ড বর্তমান আছে।

৪. তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্ব অস্বীকারকারী এবং রিসালাত তথা নবী-রাসূল ও তাঁদের দাওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে বিভিন্ন ভুলপথে ঘুরপাক খেতে বাধ্য।

৫. আমাদের মাথার ওপরের কোনো ঝুঁটিহীন সুউচ্চ আসমান, সুবিস্তৃত যমীন এবং তাতে স্থাপিত পর্বতমালা, আর অগণিত উদ্ভিদরাজি ও পাখ-পাখালী সার্বক্ষণিক মহান আল্লাহর এককত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে।

৬. এসব প্রাকৃতিক জগত থেকে একমাত্র সত্য সন্ধানী মানুষই সঠিক পথের সন্ধান পেতে পারে।

৭. আসমান থেকে বর্ষিত পানির দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা প্রাণীজগতের রিযিকের ব্যবস্থা করেন। বর্ষিত পানি ছাড়া যমীনে কোনো উদ্ভিদ ও প্রাণীর টিকে থাকা সম্ভব ছিলো না।

৮. আসমান থেকে পানির বর্ষণে যেমন মৃত ও শুষ্ক জনপদ সঞ্জীবিত হয়ে উঠে এবং উদ্ভিদ ও কীট-পতঙ্গ মাটি ভেদ করে বের হয়ে আসে তেমনি পৃথিবীর আগে-পরের সমস্ত মানুষ আল্লাহর নির্দেশে মাটি থেকে বের হয়ে হাশর ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

৯. আখিরাতে অস্বীকার করার অনিবার্য পরিণতি হলো মানুষের নৈতিক বিকৃতি এবং অবশেষে আল্লাহর গ্যাবে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। অতীতের অবিশ্বাসী জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করছে। এগুলো থেকে যারা শিক্ষাগ্রহণ করে তারাই জ্ঞানী।

১০. কুরআন মাজীদ ও রাসূলের সূন্যাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যানকারী এবং উক্ত বিধান প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টিকারীরা ও প্রকৃতপক্ষে আখিরাতে অস্বীকারকারী, অতএব তাদের পরিণতিও অতীতের জাতিসমূহের মতো হবে—এতে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আখিরাতের বাস্তব প্রমাণ হলো মানুষের প্রথমবার সৃষ্টি। মানব জাতির প্রথম জীবন লাভই অকাটাভাবে প্রমাণ করে যে, তার পুনর্জীবন অবশ্যই হবে।

১২. এ জগতে নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থা-ই প্রকৃত ও একমাত্র সত্য। এ সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়া-ই মানব জাতির সকল অকল্যাণের কারণ।

১৩. দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও সুখ-শান্তি পেতে হলে মানব জাতিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই।



সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৪

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُّوْسُ بِهِ نَفْسَهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ ۝

১৬. আর নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং তা আমি জানি, তার প্রবৃত্তি তাকে যে সম্পর্কে কুমন্ত্রণা দেয় ; আর আমি তার অধিক নিকটে আছি।

مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّي عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝

(তার) ঘাড়ের রগের চেয়েও । ১৭. (তা ছাড়া) যখন দু'জন গ্রহণকারী ফেরেশতা (তার) ডানে থেকে ও বামে থেকে বসে (সবকিছু) লিপিবদ্ধ করছে ।

১৬-আর ; ১৭-এবং ; الْإِنْسَانَ-মানুষ ; لَقَدْ-নিঃসন্দেহে আমি সৃষ্টি করেছি ; تُوَسُّوْسُ-কুমন্ত্রণা দেয় ; بِهِ-যে সম্পর্কে ; نَفْسَهُ-আমি জানি ; نَحْنُ-আমি ; أَقْرَبُ-অধিক নিকটে আছি ; إِلَيْهِ-তার প্রবৃত্তি ; ১৭-আর ; يَتَلَقَّى-চেয়েও ; الْمُتَلَقِّي-রগের ; عَنِ الْيَمِينِ-তার ঘাড়ের ; ১৭-আর ; الشِّمَالِ-বামে ; قَعِيدٌ-বসে ।

১৬. অর্থাৎ আখিরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তোমরা তা মেনে নাও বা অস্বীকার করো তাতে প্রকৃত সত্যের রদবদল হবে না । যদি তোমরা নবী-রাসূলগণ কর্তৃক প্রদত্ত সতর্কবাণী বিশ্বাস করে আগে থেকে জবাবদিহির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে । আর যদি তাঁদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুসারে জীবনযাপন করো তাহলে নিজেদের দুর্ভাগ্য ডেকে আনবে । তোমাদের অমান্য করার ফলে আখিরাত মিথ্যা হয়ে যাবে না এবং আল্লাহর ন্যায় বিচারও থেমে থাকবে না ।

২০. “আমি তার ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটে আছি” অর্থাৎ আমার ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের যত নিকটে আছে তার ঘাড়ের শাহরগও তার এতোটা নিকটে নেই । এখানে আল্লাহ তা’আলা তাঁর কুদরত ও জ্ঞানের নৈকট্য বুঝিয়েছেন । মানুষের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং তার কথা শোনার জন্য তাঁকে তার নিকটে আসার প্রয়োজন নেই । তিনি মানুষের অন্তরের কল্পনাসমূহও জানেন । অনুরূপ কাউকে পাকড়াও করতে হলেও কোথাও থেকে এসে পাকড়াও করতে হয় না । সে যেখানেই থাকুক না কেনো তার জন্য শুধুমাত্র তাঁর ইচ্ছা-ই যথেষ্ট । তিনি ইচ্ছা করলেই কাউকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতে পারেন ।

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ ১৮. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ

১৮. সে কোনো কথাই উচ্চারণ করতে পারে না, কিন্তু একজন সদাপ্রস্তুত গ্রহরী (ফেরেশতা) তার নিকট থাকে^{১৮}। ১৯. আর মৃত্যুর কষ্ট তো এসেই পড়েছে।

بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۚ ﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ۚ ذَٰلِكَ

পরম সত্যসহ^{২০}; এটাই তা, যা থেকে তুমি পালিয়ে থাকতে চাচ্ছ^{২০}। ২০. অতপর (দ্বিতীয়বার) শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হলো^{২০}, এটাই

﴿مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ﴾-সে উচ্চারণ করতে পারে না; কোনো-مَنْ; কথাই-قَوْلٍ; কিন্তু-إِلَّا; ১৮. وَ-আর; ১৯. رَقِيبٌ-সদাপ্রস্তুত; প্রহরী-رَقِيبٌ; তার নিকট থাকে-(لَدَيْهِ)-তার নিকট থাকে; سَكْرَةُ-কষ্ট তো; এসেই পড়েছে-جَاءَتْ; (بِ+ال+حق)-পালিয়ে; تَحِيدُ-পালিয়ে; مِنْهُ-যা থেকে; كُنْتَ-চাচ্ছ; ذَٰلِكَ-এটাই; ২০. وَ-অতপর; نُفِخَ (দ্বিতীয়বার) ফুৎকার দেয়া হলো; فِي الصُّورِ-শিঙ্গায়; ২০. ذَٰلِكَ-এটাই;

২১. অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দু'জন করে ফেরেশতা সার্বক্ষণিক তার সাথী হয়ে আছে। একজন তার ডান দিকে থাকে এবং তার সৎকর্ম, সৎচিন্তা, সৎকথাসমূহ লিপিবদ্ধ করে। অপরজন তার বাম দিকে থাকে এবং তার অসৎ কর্মসমূহ লিপিবদ্ধ করে। বান্দাহর কোনো কাজ বা কথাই তাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে না। আল্লাহ তা'আলা বান্দাহর সকল তৎপরতা সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অবহিত। তারপর বান্দাহকে আল্লাহর আদালতে দাঁড় করানো হবে, তখন তার সকল তৎপরতার সচিত্র প্রতিবেদন এ দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে পেশ করা হবে। এ প্রতিবেদনের স্বরূপ কেমন হবে তা ধারণা করা আমাদের জন্য কঠিন। তবে আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার দ্বারা যে সত্য আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত হচ্ছে, তাতে এ বিষয়টি একেবারে নিশ্চিত মনে হয় যে, মানুষের কাজকর্ম ও কথাবার্তা তার চারদিকের পরিবেশের ওপর সচিত্র ছাপ ফেলে যাচ্ছে। যথাসময়ে এ পরিবেশ থেকেই মানুষের সকল কাজকর্ম ও কথাবার্তার সচিত্র রূপ পেশ করা হবে, এতে তার সামান্যতম কিছুও বাদ পড়বে না। আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষ এ কাজটি সীমিত পরিসরে করতে পারছে। কিন্তু আল্লাহর ফেরেশতার এসব প্রযুক্তির মুখাপেক্ষী নয়। মানুষের নিজ দেহ ও তার চারপাশের প্রতিটি বস্তুই তাদের জন্য টেপ ও ফিল্ম স্বরূপ। তারা এসব টেপ ও ফিল্মের সাহায্যে প্রতিটি শব্দ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তৎপরতা খুঁটিনাটিসহ রেকর্ড করে রাখতে সক্ষম। এ রেকর্ড শেষে বিচারের দিন বান্দাহকে তার নিজ কানে নিজের কণ্ঠস্বর শুনিতে দেয়া হবে, তার নিজ চোখে তাকে দেখিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে অস্বীকার করার কোনো উপায়ই বাকী থাকবে না।

يَوْمَ الْوَعِيدِ ۖ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ۝

সে দিন, যার ভয় দেখানো হতো। ২১. আর প্রত্যেক ব্যক্তি হাজির হয়ে গেলো, (এমন অবস্থায় যে,) তার সাথে রয়েছে একজন পরিচালক এবং একজন সাক্ষী^{২৫}।

يَوْمٌ-সেদিন ; الْوَعِيدِ-যার ভয় দেখানো হতো। ২১-আর ; وَ-হাজির হয়ে গেলো ; كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তি ; مَعَهَا-(মে+হা)-এমন অবস্থায় যে, তার সাথে রয়েছে ; سَائِقٌ-একজন পরিচালক ; وَ-এবং ; شَهِيدٌ-একজন সাক্ষী।

এখানে উল্লেখ যে, আখিরাতে আদ্বাহ তা'আলা কোনো বান্দাহকে তাঁর আদালতে শুধুমাত্র নিজের জ্ঞানের ভিত্তিতে শাস্তি দেবেন না ; বরং ন্যায় বিচারের সকল শর্ত তথা যথার্থ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। আর তাই দুনিয়াতেই প্রত্যেক ব্যক্তির সকল কথা ও কাজের পূর্ণ রেকর্ড তৈরী করে রাখা হচ্ছে, যাতে বান্দাহ তখন এসব কথা ও কাজ অস্বীকার করতে না পারে।

২২. অর্থাৎ আখিরাতে যে পরম সত্য তা মানুষ মৃত্যুর সময় থেকেই জানতে শুরু করে। দুনিয়ার জীবনে সেই পরম সত্য আখিরাতেও ওপর থেকে পর্দা সরে যেতে থাকে, আর মানুষের সামনে ভেসে উঠে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল। সে জানতে পারে সেখানে সে সৌভাগ্যবান হিসেবে প্রবেশ করছে, না দুর্ভাগ্য হিসেবে সে সেখানে প্রবেশ করছে।

২৩. অর্থাৎ যে মৃত্যু থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তা পরম সত্য হয়ে তোমার সামনে দেখা দিয়েছে। তুমি আখিরাতে যে জীবনটাকে অস্বীকার করে এসেছো, তা-ই এখন বাস্তব রূপ লাভ করে তোমার সামনে হাজির হয়েছে। অথচ দুনিয়াতে এ জীবনটাকে তুমি কোনো মতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলে না।

বাহ্যতঃ সাধারণ মানুষকে এ সম্বোধন করা হয়েছে। মৃত্যু থেকে পলায়নী মনোভাব স্বভাবগতভাবে সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মধ্যে পাওয়া যায়। প্রত্যেকেই জীবনকে কাম্য এবং মৃত্যুকে বিপদ মনে করে তা থেকে পালিয়ে থাকতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের এ কামনা কখনো পূরণ হয় না। মৃত্যু আসবেই।

২৪. এটা শিংগার দ্বিতীয় ফুৎকার। এ ফুৎকারের সাথে সাথে আগে-পরের সমগ্র মৃত্যু মানুষ পুনর্জীবন লাভ করে উঠে দাঁড়াবে।

২৫. ইতিপূর্বেকার আয়াতে কিয়ামত সংঘটন ও পুনর্জীবন লাভ করে হাশরের ময়দানে হাযির হওয়ার একটি বিশেষ অবস্থা উল্লিখিত হয়েছে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার কালে প্রত্যেক মানুষের সাথে দু'জন ফেরেশতা থাকবে। একজন হবে 'সায়িক'। সায়িক বলা হয় কোনো পশুকে বা কোনো দলের পেছনে থেকে তাকে বিশেষ স্থানের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় জন হবে 'শাহিদ'। 'শাহিদ' সে ব্যক্তির সকল কর্মকাণ্ডের সাক্ষ্য পেশ করবে। এ দু'জন ফেরেশতা ব্যক্তির ডানে ও বামে

﴿٢٢﴾ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ

২২. নিঃসন্দেহে তুমি তো উদাসীনতায় ছিলে এ (দিন) সম্পর্কে, তাই আমি তোমার (সামনে) থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, ফলে আজ তোমার দৃষ্টি

حَدِيدٌ ﴿٢٣﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ ﴿٢٤﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ

অত্যন্ত তীক্ষ্ণ^{২৩}। ২৩. আর তার সঙ্গী (ফেরেশতা) বললো, এইতো আমার নিকট যা (তোমার আমলনামা) আছে তা প্রস্তুত^{২৪}।

২৪. (নির্দেশ দেয়া হবে ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করো^{২৫} প্রত্যেক

﴿٢٣﴾-নিঃসন্দেহে তুমি তো ছিলে ; غَفْلَةٍ-উদাসীনতায় ; مِّنْ-সম্পর্কে ;
 ﴿٢٤﴾-তোমার (عن+ك)-তাই আমি সরিয়ে দিয়েছি ; فَكَشَفْنَا-ফ+কশ্ফনা-এ-হে-
 (ফ+বصر+ك)-ফলে (غَطَاءُ+ك)-তোমার পর্দা ; فَبَصَرُكَ-তোমার দৃষ্টি ; الْيَوْمَ-আজ ;
 -قَرِينُهُ ; قَالَ-বললো ; وَ-আর ; ﴿٢٣﴾-অত্যন্ত তীক্ষ্ণ । ২৩-আর ; هَٰذَا-এই তো ; مَا-যা (তোমার আমলনামা)
 (ফেরেশতা) ; (ফেরেশতা) ; أَلْقِيَا-নির্দেশ দেয়া হবে (ফেরেশতাদ্বয়কে) তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; كُلَّ-প্রত্যেক ;

বসে ‘আমল’ লিপিবদ্ধকারী ‘কিরামুন কাতিবীন’ তথা সম্মানিত লেখকদ্বয়ও হতে পারে অথবা অন্য দু’জন ফেরেশতাও হতে পারে।

২৬. আয়াতে সকল মানুষকে সত্বোধন করা হয়েছে। দুনিয়ার জীবনে প্রকৃতপক্ষে মানুষ স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর পরই মানুষ স্বপ্ন থেকে বাস্তবে ফিরে আসবে। স্বপ্নে মানুষের চোখ বন্ধ থাকে, তেমনি মানুষের চোখ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধই, কেননা সে এই চর্মচক্ষু দ্বারা পরকালীন জগতের কিছুই দেখতে সক্ষম নয়। কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথে যখন তার চর্মচক্ষু বন্ধ হয়ে যাবে। তখন থেকে আখিরাতের দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে। যেসব বিশ্বাসাবলী সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে নবী-রাসূলগণ খবর দিয়ে গেছেন। আসলে মানুষ ইহজগতে নিদ্রিত। মৃত্যুর মাধ্যমেই সে জাগ্রত হবে।

২৭. এখানে ‘কারীন’ বা সাথী দ্বারা সেই ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে, যে তাকে হাঁকিয়ে হাশরের ময়দানে নিয়ে আসবে। সে ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে হাযির হয়ে আরয করবে যে, এ ব্যক্তি আমার তত্ত্বাবধানে ছিলো এখন তাকে মহান প্রভুর দরবারে হাযির করা হয়েছে।

২৮ বর্ণনার ধারাবাহিকতায় বুঝা যায় যে, এ নির্দেশ সেই দু’জন ফেরেশতাকেই দেয়া হবে, যারা লোকটিকে পুনর্জাগরণের পর হাশর ময়দানে আল্লাহর আদালতে হাজির করেছে। কোনো কোনো মুফাস্সির অন্য কথাও বলেছেন। (ইবনে কাসীর)

كَفَّارٍ عَنِئِدٍ ﴿٤٥﴾ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٤٦﴾ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

হটকারী কটর কাম্বিরকে”। ২৫.—(যে ছিলো) ভালো কাজের প্রতিবন্ধক^{১০}, সীমানাঘনকারী,^{১১} সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টিকারী^{১২}।

২৬. যে আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহ বানিয়ে নিয়েছিলো—

فَالْقِيَةُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ ﴿٢٩﴾ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتَهُ وَلَكِنْ كَانَ

অতএব তোমরা তাকে নিক্ষেপ করো কঠিন আয়াবে^{৩০}। ২৭. তার সহযাত্রী (শয়তান) বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে লিপ্ত করিনি, বরং সে-ই ছিলো

- لِلْخَبِيرِ ; (যে ছিলো) প্রতিবন্ধক ; مَتَاعٌ ﴿٢٥﴾ । হঠকারী-عَنِيدٌ ; কটুর কাফিরকে-كَفَّارٍ
- الْاَذَىٰ ﴿٢٦﴾ । সন্দেশ-سَمْدَه-সংশয় সৃষ্টিকারী-مُرِيْبٌ ; সীমালংঘনকারী-مُغْتَدٍ ; ভালো কাজের ;
অন্য-اٰخَرٌ ; ইলাহ-اِلَهاً ; আল্লাহর-اللّٰهَ ; সাথে-مَعَ ; বানিয়ে নিয়েছিলো-جَعَلَ ;
আয়াবে-فِي الْعَذَابِ ; অতএব তোমরা তাকে নিষ্ক্ষেপ করো-(وَالْقِيَامَ+)-قَالَيَقِيَهُ
- رَبَّنَا ; (শয়তান)-تَارِ السَّائِرِينَ+(ه-ثَرِيئَةً ؛ বলবে-قَالَ ﴿٢٧﴾ । কঠিন-الشَّدِيدِ
- آمَنَّا تَأْكُلُهَا اَطْفِيتُ+(ه-مَا اَطْفِيتُ) ; আমি তাকে
বিদ্রোহে লিপ্ত করিনি وَلَكِنْ ; সে-ই كَانَ

২৯. ‘কাফ্যার’ শব্দ দ্বারা ‘সত্যের চরম প্রত্যাখ্যানকারী’ এবং ‘চরম অকৃতজ্ঞ’ উভয় অর্থই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে পরম সত্যকে প্রত্যাখ্যানকারী মানুষই চরম অকৃতজ্ঞ।

৩০. ‘খায়ির’ শব্দ দ্বারা কল্যাণ ও সম্পদ উভয় অর্থ বুঝায়। অর্থাৎ এ কটর কাফিররা শুধুমাত্র নিজেরাই কল্যাণের পথ থেকে বিরত থাকতো তা নয়, বরং তারা দুনিয়ার মানুষের কল্যাণের পথেও বাধা সৃষ্টি করতো। আর সম্পদ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, তারা নিজেদের সম্পদ থেকে বান্দাহ ও আল্লাহ কারো অধিকারই দিতে প্রস্তুত ছিলো না।

৩১. অর্থাৎ সে তার সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করতো। নিজের স্বার্থ ও অসদুদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য যে কোনো অন্যায়-অত্যাচার করতে পিছপা হতো না। অবৈধভাবে যা উপার্জন করতো তা অবৈধ পথেই ব্যয় করতো। মানুষের অধিকার হরণ করতো এবং তার মুখ ও হাত দ্বারা সে মানুষকে কল্যাণের পথে চলতে বাধা প্রদান করেই সে থেমে থাকতো না, বরং কল্যাণের পথের পথিকদের ওপর যলম-নির্যাতন চালাতো।

৩২. ‘মুরীব’ অর্থ সে দীনের ব্যাপারে যেমন নিজে সন্দিহান ছিলো, তেমন অন্যদেরকে এ ব্যাপারে সন্দিহান করে তোলার প্রচেষ্টায় রত ছিলো। নবী-রাসূলদের সত্যের দাওয়াতের প্রতি সে নিজে সন্দেহ পোষণ করতো, সাথে সাথে যেসব লোকের সাথে সে মিশতো, তাদের মনেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে দিতো।

فِي ضُلَالٍ بُعِيدٍ ﴿٢٤﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ

চরম গুমরাহীতে লিঙ। ২৮. তিনি (আল্লাহ) বলবেন, আমার সামনে তোমরা ঝগড়া করো না, কারণ আমি আগেই তোমাদের কাছে আযাবের সতর্কবাণী পাঠিয়েছি।*

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٥﴾

২৯. আমার দরবারে কথা রদবদল হয় না* এবং আমি আমার বান্দাহর প্রতি অবিচারকও নই।**

৩৩. সূরার ২৪ থেকে ২৬ পর্যন্ত আয়াত তিনটিতে সেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব বিষয় মানুষকে জাহান্নামের কঠিন আযাবে নিষ্ক্ষেপ করবে। বিষয়গুলো হলো—১. সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা ২. মহান আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা, ৩. সত্যের পথিকদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, ৪. মানুষের কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি করা, ৫. নিজের সম্পদ দ্বারা আল্লাহর হক ও বান্দাহর হক আদায় না করা, ৬. নিজের সকল কাজে সীমালংঘন করা, ৭. মানুষের প্রতি যুলুম-অত্যাচার করা, ৮. দীনের প্রতি সন্দেহ পোষণ করা, ৯. অন্যদের মনে দীনের ব্যাপারে সন্দেহ সংশয়ের সৃষ্টি করা এবং ১০. আল্লাহর প্রভুত্ব অন্যদেরকে শরীক করা।

৩৪. ‘কারীন’ শব্দের অর্থ অন্তরঙ্গ সাথী। ২৩ আয়াতে এ শব্দ দ্বারা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে, যে দু’জন ফেরেশতা দুনিয়াতে অন্তরঙ্গভাবে তার সাথী ছিলো। আর এ আয়াতে ‘কারীন’ শব্দ দ্বারা সেই শয়তানকে বুঝানো হয়েছে যে দুনিয়াতে তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো লেগে থেকে তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে নাক্ষরমানী ও বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যখন জাহান্নামে নিষ্ক্ষেপ করার আদেশ হয়ে যাবে, তখন সে বলবে, ‘আমাকে এ শয়তান-ই পথভ্রষ্ট করেছে, নইলে তো আমি সৎকাজই করতাম। তার জবাবে সেই শয়তান বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক, আমি তাকে বিদ্রোহে প্ররোচিত করিনি, বরং সে নিজে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। সে কোনো সদুপদেশ গ্রহণ করতো না।

৩৫. অর্থাৎ আমার সামনে অনর্থক ঝগড়া করো না, আমি তো তোমাদেরকে নবী এবং আসমানী কিতাবের মাধ্যমে সাবধান করে দিয়েছিলাম যে, বিভ্রান্তকারী এবং

বিভ্রান্ত ব্যক্তি কাকে কি শাস্তি ভোগ করতে হবে। এখন তো সেই শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো পথই বাকী নেই। এখন তোমাদের উভয়কে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

৩৬. অর্থাৎ আমার ফয়সালা যথার্থ ইনসাফপূর্ণ। সুতরাং সে ফয়সালা রদবদল করার কোনো প্রয়োজন হয় না।

৩৭. ‘যাল্লাম’ শব্দের অর্থ চরম যালিম। এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, আমি আমার বান্দাহর প্রতি যালিম হলেও চরম যালিম নই ; বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাহর স্রষ্টা ও প্রতিপালক হয়ে যদি তাদের ওপর যুলুম করি, তাহলে আমি সেক্ষেত্রে চরম যালিম বলে গণ্য হয়ে যাবো। বান্দাহর ওপর আমি আদৌ যুলুম করি না। তোমাদের ওপর যে শাস্তি আপতিত হচ্ছে, তা তোমাদের নিজেরই উপার্জিত। তোমাদের উপার্জিত শাস্তির চেয়ে সামান্যতম বেশী শাস্তিও তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে না। এ আদালতে অন্যায়ভাবে সাক্ষ্য-প্রমাণহীন কাউকে শাস্তি দেয়া হয় না।

২য় ব্লক’ (১৬-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের প্রবৃত্তির স্রষ্টাও তিনি। সুতরাং প্রবৃত্তির চাহিদা কি, তা তিনি অবশ্যই জানবেন। অতএব তাঁর অবগতির বাইরে কিছু করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

২. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান মানুষের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সুতরাং মানুষকে পাকড়াও করার জন্য তাঁকে কোনো তৎপরতা চালাতে হয় না। তাঁর সকল কাজই তাঁর ইচ্ছার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও জ্ঞান ছাড়াও ন্যায় বিচারের শর্তপূরণ করে প্রত্যেক মানুষের সাথে তার ডানে ও বামে দু’জন ফেরেশতা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে। তারা তার সম্পাদিত ভালো-মন্দ সকল কাজের সচিৎ প্রতিবেদন তৈরি করে চলছে।

৪. মানুষের মুখ থেকে এমন একটি কথাও উচ্চারিত হয় না যা ফেরেশতাদের রেকর্ড থেকে বাদ পড়ে যেতে পারে। সুতরাং কোনো কথা বলার আগে এ রেকর্ডের কথা স্মরণ রাখা আমাদের কর্তব্য।

৫. অতিবড় কষ্টের নাস্তিকও মৃত্যুকে অস্বীকার করার মত ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করা হঠকারিতা ছাড়া কিছু নয়।

৬. মৃত্যু অনিবার্য, তা থেকে পালিয়ে থাকার কোনো উপায় নেই। মৃত্যুর মাধ্যমেই আমাদেরকে পরকালীন জীবনে প্রবেশ করতে হবে। অতএব সেই জীবনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৭. শিঙ্গায় দ্বিতীয় ফুৎকারের সাথে সাথেই আমাদের সবাইকে হাশর ময়দানে প্রতিষ্ঠিত আল্লাহর আদালতে হাজির হতে হবে।

৮. দুনিয়ার জীবনে যে দু’জন ফেরেশতা প্রত্যেক মানুষের সাথে সার্বক্ষণিক থাকছে, তারাই তাকে আল্লাহর আদালত পর্যন্ত পৌছে দেবে। সুতরাং কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

৯. মৃত্যুর সাথে সাথেই দুনিয়া দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। দৃষ্টির সামনে এসে পড়বে আখিরাত।
স্বচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমাদেরকে পরজগতের বাসিন্দা হয়ে যেতে হবে।

১০. অতপর আল্লাহর আদালতে সঙ্গী আমলনামা বহনকারী ফেরেশতা আল্লাহর সামনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আমলনামা পেশ করবে।

১১. কাফিরকে বিনা হিসাবেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। আর তদনুযায়ী কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১২. দুনিয়াতে মুসলিম হিসেবে পরিচিত থেকেও ভালো কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী, প্রত্যেক কাজে নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘনকারী এবং দীন ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে সন্দেহান ও অন্যের মনেও সংশয় সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

১৩. আল্লাহর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং তাঁর গুণ-বৈশিষ্ট্য অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্তকারী মুশরিককেও জাহান্নামের আযাবে নিক্ষেপ করা হবে।

১৪. কাফির ও মুশরিক ব্যক্তি তার পরিণতির জন্য তাকে বিভ্রান্তকারী তার সঙ্গী শয়তানকে দায়ী করবে আর শয়তান তা অস্বীকার করবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতার জন্য তার নিজেকেই দায়ী করবে।

১৫. আল্লাহর আদালতে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি তার পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব অন্য কারো ওপর চাপিয়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, আবার নবী-রাসূল এবং আসমানী কিতাব পাঠিয়ে দিক নির্দেশনা দান করেছেন; এতদসত্ত্বেও যারা পথভ্রষ্ট হবে, তাদের কোনো অজুহাত আল্লাহর আদালতে গৃহীত হবে না।

১৭. নবী-রাসূলগণ যে সত্যের দাওয়াত দিয়েছেন তা যথার্থই সত্য ছিলো, তাঁরা জ্ঞানাতের সুসংবাদ দানকারী ও জাহান্নাম সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে তাদের দায়িত্ব যথার্থই পালন করেছেন।

১৮. দুনিয়া কোনো কালেই নবী-রাসূলদের উপস্থিতি বা তাদের শিক্ষা প্রচারকারী ও প্রশিক্ষণদানকারী অনুসারীদের থেকে খালি ছিলো না, বর্তমানেও নেই এবং কিয়ামত পর্যন্তও এ ব্যবস্থা চালু থাকবে।

১৯. সুতরাং আল্লাহর দরবারে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আল্লাহর বিধানে কোনো রদবদলের প্রয়োজনও হবে না।

২০. কোনো জাহান্নামী নিজেও তার ওপর অবিচার হয়েছে একথা বলতে পারবে না। যাকে যতটুকু শাস্তি দেয়া হবে, সেটাই তার যথার্থ শাস্তি। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাহর ওপর বিন্দুমাত্রও যুলুমকারী নন।



সূরা হিসেবে রুক'-৩
পারা হিসেবে রুক'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১৬

يَوْمَ نَقُولُ لِمَنْ هَلْ أَمْتَلَتْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۝٣٠ وَأَزْلَفِ

৩০. সেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করবো, 'তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো' ? আর সে জবাব দেবে, 'আরো অতিরিক্ত কিছু আছে কি' ? ৩১. আর নিকটে নিয়ে আসা হবে

الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝٣١ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِظٍ

জাহান্নামকে মুক্তাকী তথা আব্বাহীরাবীদের জন্য—কোনো দূরত্বই থাকবে না ৩১. (বলা হবে)—এটাই তা, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো—প্রত্যেক প্রত্যাবর্তনকারী^{৩০} হিফাযতকারীর^{৩১} জন্য।

৩০-সেদিন ; نَقُولُ-আমি জিজ্ঞেস করবো ; لِمَنْ-জাহান্নামকে ; هَلْ -
কি ; مِنْ-কি ; هَلْ-কি ; تَقُولُ-সে জবাব দেবে ; وَ-আর ; أَمْتَلَتْ-তুমি পূর্ণ হয়ে গেছো ;
কি ; الْجَنَّةُ-আরো অতিরিক্ত ; ৩১-আর ; أَزْلَفِ-নিকটে নিয়ে আসা হবে ;
الْجَنَّةُ-জাহান্নামকে ; لِلْمُتَّقِينَ-(ال+ال+متقين)-মুজাকী তথা আব্বাহীরাবীদের জন্য ;
غَيْرَ-থাকবে না ; بَعِيدٍ-কোনো দূরত্বই ; ৩২-এটা (বলা হবে) এটাই ; هَذَا-তা, যার ;
أَوَّابٍ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো ; لِكُلِّ-প্রত্যেকের জন্য ; حَفِظٍ-হিফাযতকারীর ;
প্রত্যাবর্তনকারী ;

৩৮. জাহান্নামকে যখন জিজ্ঞেস করা হবে ; তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছো ? অর্থাৎ তোমার পেট ভরে গেছে কিনা, তখন জাহান্নাম জিজ্ঞেস করবে 'আরো জাহান্নামী বাকী আছে কিনা।' এর দ্বারা জাহান্নামের এ কামনা প্রকাশ পায় যে, যারা বাকী আছে, তাদেরকেও যেন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। কোনো একজন অপরাধীও যেন ছাড়া না পায়। জাহান্নামের এ জবাব দ্বারা এটাও অর্থ হতে পারে যে, জাহান্নামে আর কোনো জায়গায়ই বাকী নেই, তাই জাহান্নাম বিস্ময় প্রকাশ করে বলছে, আরো এমন মানুষ বাকী আছে কিনা, যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, জাহান্নামের সাথে আব্বাহর এ কথোপকথন কেমন ধরনের হবে তা আব্বাহ-ই জানেন। হতে পারে জাহান্নামের এ জবাব তার অবস্থা দ্বারাই বুঝা যাবে। অথবা, আব্বাহ তা'আলা আখিরাতে জড়ো পদার্থকেও বাক-শক্তি সম্পন্ন করে দেবেন। তারা সেদিন কথা বলতে সক্ষম হবে তাদের ভাষা আমাদের বোধগম্য হতেও পারে বা নাও হতে পারে।

﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ ٣٨ ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ﴾ ٣٩

৩৭.—যে না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে^{৩৭} এবং একনিষ্ট মন নিয়ে উপস্থিত হয়^{৩৮}। ৩৮. (বলা হবে)—‘তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে’^{৩৯}

৩৭-(ب+ال-গিবি)-بِالْغَيْب-দয়াময় আল্লাহকে ; خَشِيَ-ভয় করে ; مَنْ-যে ; ৩৮-مَنْ-যে ; مُنِيبٌ-(ب+قَلْب)-بِقَلْبٍ-উপস্থিত হয় ; وَ-এবং ; ৩৯-ادْخُلُوهَا-(ادخلوها)-বলা হবে) তাতে (জান্নাতে) প্রবেশ করো ; سَلَامٍ-(ب+سَلَم)-শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ;

৩৯. অর্থাৎ আখিরাতের স্থান-কালের দূরত্ব ও নৈকট্য দুনিয়ার স্থান-কালের মতো হবে না। আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা যখন কারো ব্যাপারে চূড়ান্ত হয়ে যাবে এবং সে জান্নাত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, তখনই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে। জান্নাতে প্রবেশের জন্য তাকে কোনো দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না। এর জন্য তাকে কিছুমাত্র সময় ব্যয় করতেও হবে না। জান্নাতের ফয়সালা হওয়া মাত্রই সে নিজেকে জান্নাতে উপস্থিত দেখতে পাবে। যেন তাকে জান্নাতে পৌঁছানো হয়নি, জান্নাতকেই তার নিকটে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা প্রত্যেক ‘আউয়াব’ ও ‘হাফীয’-এর জন্য। ‘আউয়াব’ অর্থ অনুরাগী। যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে সরে গিয়ে আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত হয়, সেই ‘আউয়াব’। যে ব্যক্তি নির্জনে নিজ গুনাহ স্বরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ‘আউয়াব’। যে ব্যক্তি প্রত্যেক উঠাবসায় আল্লাহ তা‘আলার কাছে নিজ গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে সে-ই ‘আউয়াব’। নিজের সকল ব্যাপারে যে আল্লাহর স্বরণাপন্ন হয় সে ‘আউয়াব’।

৪১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ‘হাফীয’ এমন ব্যক্তি, যে নিজ গুনাহসমূহ স্বরণ রাখে, যাতে সেগুলো মাফ করিয়ে নেয়। ইবনে আব্বাস রা. অন্য এক বর্ণনায় বলেন, ‘হাফীয’ এমন ব্যক্তি, যে আল্লাহর যাবতীয় বিধান স্বরণ রাখে। ‘হাফীয’-এর শাব্দিক অর্থ হিফাযতকারী। যারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা তাঁর ফরযসমূহ, হারামসমূহ এবং তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত আমানতসমূহ রক্ষা করে, আর তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত অধিকারসমূহ রক্ষা করে তারাই ‘হাফীয’ বা হিফাযতকারী।

৪২. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার জীবনে দয়াময় আল্লাহকে দেখা অসম্ভব জেনেও তাঁর নাক্ষরমানী করতে ভয় করে। দুনিয়াতে দৃশ্যমান সকল শক্তি থেকে আল্লাহর ভয় তাদের মধ্যে অধিক প্রবল থাকার কারণে তাঁর রহমতের ভরসায় তারা গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়নি। তারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপকতা ভালোভাবে জানা সত্ত্বেও গুনাহ করার দুঃসাহস করে না, তাদের জন্যই জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।

ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝۷۵ لَّهْمَّ مَا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَنْ يَنْا مَزِيْدٌ ۝۷۶ وَكَمْ اَهْلَكْنَا

এটা অনন্তকাল অবস্থানের দিন। ৩৫. সেখানে তারা যা চাইবে তা-ই তাদের জন্য মজুদ থাকবে এবং আমার কাছে আরো বেশী আছে। ৩৬. আর আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কতইনা^{৭৫}

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

মানবগোষ্ঠীকে তাদের আগে যারা ছিলো শক্তিতে এদের চেয়ে অধিক প্রবল এবং যারা (দুনিয়ার) নগর-বন্দরগুলোতে বিচরণ করে বেড়াতো^{৭৬}; —থাকলো কি (তাদের) কোনো আশ্রয়স্থল?^{৭৭}

৩৫-এটাই; —তাদের জন্য মজুদ -لَهُمْ-; —অনন্তকাল অবস্থানের। الْخُلُوْدُ; —দিন-يَوْمٌ; —এটা-ذٰلِكَ -لَدَيْنَا; —এবং-وَ; —সেখানে-فِيْهَا; —তারা চাইবে-يَشَاءُوْنَ; —যা, তা-يَا, —আমার কাছে; —আমি اَهْلَكْنَا; —কতই না; —ক-كَمْ; —আর-وَ ৩৬। —আরো বেশী আছে। —মَزِيْدٌ; —আমি ধ্বংস করে দিয়েছি; —তাদের আগে; —(قبل+هم)-قَبْلَهُمْ; —মানব গোষ্ঠীকে; —مِّنْ قَرْنٍ; —শক্তিতে; —بَطْشًا; —এদের চেয়ে; —(من+هم)-مِنْهُمْ; —অধিক প্রবল; —اَشَدُّ; —যারা ছিলো; —নগর-বন্দরগুলোতে; —فِي الْبِلَادِ; —এবং যারা বিচরণ করে বেড়াতো; —(ف+نَقَّبُوا)-فَنَقَّبُوا; —থাকলো কি; —(তাদের) কোনো; —مِنْ; —আশ্রয়স্থল। —مَّحِيْصٍ

৪৩. অর্থাৎ এমন অন্তর যে, অন্তর সর্বদা আল্লাহর মহানত্বকে জাগরুক রেখে তাঁর সামনে বিনীত ও নম্র হয়ে থাকে এবং নিজের অন্তরের সকল কু-বাসনা পরিত্যাগ করে। সারা জীবন তাঁর ওপর যে পরিস্থিতিই আসুক না কেনো সকল অবস্থাতেই সে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে। কম্পাসের কাঁটাকে যদিকেই ঘোরানো হোক না কেনো সে তার মেরুর দিকেই ফিরে যায় তেমনি তার মন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।

৪৪. অর্থাৎ যারা উপরোক্ত গুণাবলীর অধিকারী তাদেরকে বলা হবে যে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে তোমাদের জন্য ওয়াদাকৃত অনন্তকালের বাসস্থান এ জান্নাতে প্রবেশ করো। যেসব গুণাবলী থাকলে এক ব্যক্তি জান্নাত লাভের উপযুক্ত হয়, সেগুলো হলো—(১) তাকওয়া (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া (৩) আল্লাহর সকল বিধি-নিষেধ হিফায়ত করা (৪) না দেখা সত্ত্বেও দয়াময় আল্লাহকে ভয় করা, (৫) খালেস তথা একনিষ্ঠ মন নিয়ে আখিরাতে উপস্থিত হওয়া তথা মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর প্রতি অনুগামী থাকা।

৪৫. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা যা চাইবে তা-ই জান্নাতে পাবে। চাওয়া মাত্রই প্রার্থীত বস্তু তাদের সামনে উপস্থিত পাবে। কোনো প্রকার অপেক্ষা বা বিলম্বের বিড়ম্বনা তাদের পোহাতে হবে না।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. এরশাদ করেছেন যে, জান্নাতে কেউ যদি সন্তান কামনা করে, তবে গর্ভধারণ, প্রসব ও সন্তানের শারীরিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হবে না, এক মুহূর্তের মধ্যে সব নিষ্পন্ন হয়ে যাবে। (ইবনে কাসীর)

٣٩ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَنْ يُّزَكَّرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْقٰى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝

৩৭. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত শিক্ষা তার জন্য, যার আছে (বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয়, অথবা সে কান পেতে শোনে এমনভাবে যাতে সে হয় মনোযোগী^{৩৭}।

٣٨ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ۚ وَمَا مَسَّنَا

৩৮. আর নিঃসন্দেহে আমি আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনের মধ্যে^{৩৮}; আর আমাকে স্পর্শ করেনি

(ل+من)-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَنْ-নিশ্চিত শিক্ষা ; مَنْ-যার ; قَلْبٌ-(বোধশক্তি সম্পন্ন) হৃদয় ; اَوْ-অথবা ; السَّمْعَ-কান পেতে শোনে ; وَهُوَ-এমতাবস্থায় ; شَهِيدٌ-মনোযোগী ।
 ٣٩-আর ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَمَا بَيْنَهُمَا-এতদুভয়ের মধ্যকার ; مَسَّنَا-আমাকে স্পর্শ করেনি ;

তাহাড়া তাদের জন্য আল্লাহর কাছে এমন নিয়ামতও রয়েছে যা তারা কল্পনা করতেও দুনিয়াতে সক্ষম ছিলো না। যার ফলে তারা সেসব নিয়ামতের আশাও কোনোদিন করতে পারতো না। হযরত আনাস রা. ও জাবের রা.-এর মতে এ বাড়তি নিয়ামত হলো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত যা জান্নাতীরা লাভ করবে।

৪৬. অর্থাৎ তাদের শক্তি সামর্থ্য তাদের নিজ দেশেই সীমিত ছিলো না, বরং তারা পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করে সেসব দেশে লুণ্ঠ-তরাজ চালাতো।

৪৭. অর্থাৎ এত শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে আশ্রয় নেয়ার মতো স্থান পেলো না। অতএব তোমরাও আল্লাহর নাক্ষরমানী করে কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারবে না।

৪৮. অর্থাৎ এ সূরায় বর্ণিত বিষয়বস্তু দ্বারা উপকৃত হতে পারে যাদের বোধশক্তি আছে, যদ্বারা উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে সত্য মনে করে এবং আয়াতসমূহকে মনের কান দিয়ে শোনে। যাদের বোধশক্তি নেই, যারা মনোযোগ দিয়ে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে না তারা এ থেকে কোনো উপকার লাভ করতে পারে না।

৪৯. কুরআন মাজীদের অত্র আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, আসমান যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন। কতেক হাদীসের বর্ণনায় কুরআন মাজীদের বর্ণনা থেকে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

مِّن لَّغُوبٍ ۖ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

কোনো ক্লাস্তি । ৩৯. অতএব তারা যা বলে তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন^{৩৯} এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সূর্য উদয়ের আগে

وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۗ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ

এবং অস্ত যাওয়ার আগে । ৪০. আর রাতের অংশেও তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন এবং নামাযের পরেও^{৪০} ৪১. আর শোনো, যেদিন

مِّن-কোনো ; لَّغُوبٍ-ক্লাস্তি । ৩৯. فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন ;
عَلَىٰ مَا-তাতে, যা ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; وَ-এবং ; سَبِّحْ-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা
করুন ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; قَبْلَ-আগে ; طُلُوعِ-উদয়ের ; الشَّمْسِ-সূর্য ;
و-এবং ; الْغُرُوبِ-অস্ত যাওয়ার । ৪০. وَمِنَ اللَّيْلِ-রাতের ; فَسَبِّحْهُ-(ف+سبح+ه)-তাঁর
পবিত্র-মহিমা ঘোষণা করুন ; وَ-এবং ; أَدْبَارَ-পরেও ; السُّجُودِ-নামাযের । ৪১. وَ-
আর ; اسْتَمِعْ-শোনো ; يَوْمَ-যেদিন ;

এসব হাদীসের বর্ণনা কুরআন মাজীদে বর্ণনার ন্যায় অকাট্য ও নিশ্চিত নয় ; কারণ এগুলো ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়ার আশংকা সমধিক । আহ্লামা ইবনে কাসীরও এরূপ মত প্রকাশ করেছেন । সুতরাং কুরআনের আয়াতই হবে মূলভিত্তি । সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কুরআনের আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে ।

৫০. অর্থাৎ আখিরাত অবিশ্বাসী এসব নিবোধ লোকেরা মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনকে অসম্ভব মনে করে, আপনাকে বিদ্রূপ করছে । আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন । এদের জেনে রাখা উচিত যে, আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুই মাত্র ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি । আমি এতে মোটেই ক্লান্ত হইনি । সুতরাং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পরে এ যমীন ও মানুষকে পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় ।

৫১. আয়াতে তাসবীহ পাঠ তথা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করাকে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে যুক্ত করে নির্দেশ দানের মাধ্যমে নামায বুঝানো হয়েছে । সূর্যোদয়ের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফজর নামায, সূর্যাস্তের আগে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা যোহর ও আসর নামায এবং রাতে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামায বুঝানো হয়েছে । এছাড়া তাহাজ্জুদ নামাযও রাতের তাসবীহর মধ্যে শামিল ।

يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكَ

একজন আহ্বানকারী নিকটবর্তী স্থান থেকে আহ্বান জানাবে^{৪২}। যেদিন তারা (হাশরের) শোর-চিৎকার ঠিকমত শুনতে পাবে^{৪৩} ; সেটাই হবে

يُنَادِ-আহ্বান জানাবে ; الْمُنَادِ-একজন আহ্বানকারী ; مَّكَانٍ-স্থান ; قَرِيبٍ-থেকে ; يَوْمَ-যেদিন ; يَسْمَعُونَ-তারা শুনতে পাবে ; الصَّيْحَةَ-নিকটবর্তী^{৪২}। (হাশরের) শোর-চিৎকার ; بِالْحَقِّ-(ব+আল+হক)-ঠিকমত ; ذَٰلِكَ-সেটাই হবে ;

হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ রা. কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন—“চেঁচা করো যাতে তোমার সূর্যোদয়ের আগের এবং সূর্যাস্তের আগের নামাযগুলো ছুটে না যায়। এর প্রমাণস্বরূপ জারীর আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। (কুরতুবী)

আর সিজদার পরে তাসবীহ পাঠের নির্দেশ দ্বারা ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত, নফল বা তাসবীহ পাঠের নির্দেশ রাসূলুল্লাহ সা. থেকে হাদীসের মাধ্যমে পাওয়া যায় তা-ই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে একশত বার করে ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী’ পাঠ করে তার গুনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের তরঙ্গ অপেক্ষাও বেশী হয়। (মাযহারী)

আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে ৩৩ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ (আল্লাহ পবিত্র) ৩৩ বার ‘আলহামদুলিল্লাহ’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য), ৩৩ বার ‘আল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়) এবং এক বার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াছিয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর’ (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, তিনি এবং তার কোনো অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব। সকল প্রশংসা তারই জন্য, তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।) পাঠ করবে তার গুনাহ মাক করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ঢেউয়ের সমান হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

ফরয নামাযের পর যেসব সুন্নাত নামাযের কথা সহীহ হাদীসে উল্লিখিত আছে, তা-ও ‘আদবারাস সুজুদ’-এর মধ্যে শামিল। (মাযহারী)

এখানে উল্লেখ্য যে, এসব তাসবীহ পাঠ করার সময় এগুলোর অর্থের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরী।

৫২. অর্থাৎ দুনিয়ার যমীনে যে মানুষ যেখানেই মরে থেকে পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাক না কেনো ফেরেশতা ইসরাফিল যখন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুক দেবে তখন আগে-পরের সব মানুষের কানে এ আওয়াজ পৌছে যাবে। সব মানুষের মনে হবে যেন কানের নিকটেই এ আওয়াজ ধ্বনিত হচ্ছে।

يَوْمَ الْخُرُوجِ ۖ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ۚ وَاللَّيْلُ الْمَصِيرُ ۝۸৩ يَوْمَ تَشَقَّقُ

(মৃতদের কবর থেকে) বের হওয়ার দিন। ৪৩. নিচ্চয়ই আমি—আমিই জীবন দেই এবং মৃত্যু দেই, আর আমার কাছেই (সকলের) ফেরার জায়গা। ৪৪. যেদিন বিদীর্ণ হবে

الْأَرْضُ عَنْهُمْ سَرَاعًا ۚ ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ۝۸৪ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

পৃথিবী—তারা তা থেকে ছুটে বেরিয়ে আসবে ; এরূপ সমবেত করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ^{৪৪}। ৪৫. আমিই জানি সে সম্পর্কে, যা তারা বলে,^{৪৫}

‘يَوْمَ’-দিন ; ‘الْخُرُوجُ’-(মৃতদের কবর থেকে)-বের হওয়ার। ৪৩. ‘إِنَّا’-নিচ্চয়ই আমি ; ‘الْيَوْمَ’-আমিই ; ‘نَحْنُ’-জীবন দেই ; ‘و’-এবং ; ‘نُمِيتُ’-মৃত্যু দেই ; ‘و’-আর ; ‘اللَّيْلُ’-আমিই ; ‘الْمَصِيرُ’-(সকলের) ফেরার জায়গা। ৪৪. ‘يَوْمَ’-যেদিন ; ‘تَشَقَّقُ’-বিদীর্ণ হবে ; ‘الْأَرْضُ’-পৃথিবী ; ‘عَنْهُمْ’-তা থেকে তারা ; ‘سَرَاعًا’-ছুটে বেরিয়ে আসবে ; ‘ذَٰلِكَ’-এরূপ ; ‘حَشْرٌ’-সমবেত করা ; ‘عَلَيْنَا’-আমার জন্য ; ‘يَسِيرٌ’-অত্যন্ত সহজ। ৪৫. ‘نَحْنُ’-আমিই ; ‘أَعْلَمُ’-জানি ; ‘بِمَا’-(ب+ما)-সে সম্পর্কে যা ; ‘يَقُولُونَ’-তারা বলে ;

এ ফেরেশতা বায়তুল মুকাদ্দাসের সাখরায় দাঁড়িয়ে সারা বিশ্বের মৃত মানুষদেরকে সম্বোধন করে বলবেন—‘হে পঁচাগলা চামড়াসমূহ, চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়সমূহ এবং বিক্ষিপ্ত কেশসমূহ ; শোনো আব্বাহ তা’আলা তোমাদেরকে হিসাব দেয়ার জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। (মাযহারী)

হযরত ইকরিমা রা. বলেন—‘আওয়াযটি এমনভাবে শোনা যাবে, যেন কেউ আমাদের কানেই বলে যাচ্ছে। কেউ কেউ বলেন, ‘নিকটবর্তী স্থান’ অর্থ বায়তুল মাকদাসের ‘সাখরা’ এটাই পৃথিবীর মধ্যস্থল, চারদিক থেকেই এর দূরত্ব সমান। (কুরতুবী)

৫৩. ‘সাইহাতুন’ অর্থ হাশরের ময়দানে সমবেত মানুষের চিৎকার-কোলাহল অথবা শিকার সেই মহানিনাদ উভয়টাই হতে পারে। অর্থাৎ হাশরের ময়দানের কোলাহল কলরব শুনে সবাই বুঝতে পারবে যে, এটাই হাশরের দিন যে সম্পর্কে দুনিয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিলো। অথবা শিকার সেই মহানিনাদ সবাই শুনতে পেরে বুঝতে পারবে যে, এটাই সেই সত্যের আহ্বান যে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পালিয়ে থাকার কোনো উপায়ই নেই। এখন সবাইকে হাশরের ময়দানে আব্বাহর সামনে হিসাব দেয়ার জন্য হাজির হতে হবে। যদিও তারা দুনিয়াতে এটাকে অবিশ্বাস করতো এবং নবী-রাসূলগণকে এ নিয়ে উপহাস-বিদ্রূপ করতো।

৫৪. অর্থাৎ পৃথিবী যখন বিদীর্ণ হয়ে যাবে তখন আমার একটি মাত্র আদেশে পৃথিবীর মাটিতে মরে পড়ে থাকা আগে পরের সব মানুষই জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটে থাকবে। আমার জন্য এ কাজটা একেবারেই সহজ যদিও তোমরা একে অসম্ভব

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ۝

এবং আপনি তাদের ওপর বল প্রয়োগকারী নন ; অতএব আপনি এ কুরআন দ্বারা তাকে উপদেশ দিতে থাকুন, যে আমার আযাবের সতর্কীকরণকে ভয় করে^{৫৫} ।

ب-(+)-بِجَبَّارٍ-তাদের ওপর ; (على+هم)-عَلَيْهِمْ ; أَنْتَ-আপনি ; مَا-এবং ; وَعِيدِ-বল প্রয়োগকারী ; (ف+ذَكِّرْ)-فَذَكِّرْ ; (جبار)-বল প্রয়োগকারী ; (ب+ال+قرآن)-এ কুরআন দ্বারা ; مَنْ-তাকে, যে ; يَخَافُ-ভয় করে ; وَعِيدِ-আমার সতর্কীকরণকে ।

মনে করছ, তাতে কিছু এসে যায় না। কোনো ব্যক্তির দেহাবশেষ কোথায় আছে তার পূর্ণ রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। এসব বিক্ষিপ্ত দেহাণুগুলোকে একত্র করে প্রত্যেকটি মানুষের দেহকে পুনরায় তৈরী করা এবং সেই হুবহু আগের ব্যক্তিত্ব নতুন করে দেয়া আমার জন্য কোনো কঠিন কাজ নয় ; বরং আমার একটি মাত্র ইশারায় আদম থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই সমবেত হয়ে যাবে।

৫৫. এ আয়াতে কাফির-কুরাইশদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও অপমানজনক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দেয়ার সাথে সাথে কাফিরদেরকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। নবীকে বলা হয়েছে যে, এরা আপনার সাথে যেসব অসৌজন্যমূলক কথা বলছে, তা আমি সবই শুনিছি। তাদের সাথে বুঝাপড়া করার দায়িত্ব আমার। আপনি তাদের কথায় কান দেবেন না। আর এতে কাফিরদের জন্য হুঁশিয়ারী এ মর্মে যে, তোমরা যেসব মন্দ কথাবার্তা আমার নবীর সাথে বলছো, তা আমার জানা আছে, তোমাদেরকে এজন্য কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

৫৬. এখানে নবীকে সন্তোষন করে কাফিরদেরকে একথা শোনানো উদ্দেশ্য যে, আমার নবীকে আমি কাউকে বলপ্রয়োগ হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার জন্য পাঠাইনি। সুতরাং তোমরা মানতে না চাইলেও তোমাদেরকে মানতে বাধ্য করা তাঁর দায়িত্ব নয়। যারা তাঁর সতর্কবাণী শুনে স্বেচ্ছায় সতর্ক হয়ে যাবে, তাদেরকেই তিনি কুরআনের বানী শুনিয়ে হিদায়াতের পথে আনার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে তারাই উপদেশ গ্রহণ করবে।

৩য় ব্লক' (৩০-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা জড় পদার্থকেও বাকশক্তি দান করবেন এবং এটা আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়।

২. জাহান্নামের সাথে আল্লাহর কথোপকথন-এর ধরন কেমন হবে, তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে। জাহান্নামের অবস্থা দ্বারা অথবা আল্লাহর কুদরতে জাহান্নাম বাকশক্তি লাভ করবে।

৩. জ্ঞানাতের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে জ্ঞানাতকে তাদের নিকটে নিয়ে আসা হবে।

৪. নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানুষই জান্নাত লাভের যোগ্য হবে—(১) মুজাক্কী বা আল্লাহ ভীরু, (২) সকল অবস্থায় আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী এবং নির্জনে নিজ গুনাহ স্বরণ করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, (৩) যারা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট অর্থাৎ ফরয ওয়াজিব ও হালাল-হারাম-এর সংরক্ষণকারী, (৪) না দেখেও দয়াময় আল্লাহকে যারা ভয় করে, (৫) আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাবান। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের লোকদের জান্নাতে যাওয়ার জন্য কোনো প্রকার দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে না এবং কোনো প্রকার শ্রম দিতে হবে না।

৫. তাদের জন্য জান্নাত হবে অনন্তকালের বাসস্থান। তারা জান্নাত থেকে কখনো বহিষ্কৃত হবে না। তার কোনো আশংকাও থাকবে না।

৬. জান্নাতে জান্নাতীরা যা চাইবে তা-ই অনায়াসে লাভ করবে। এমনকি মনের গহীন কোণে ইচ্ছা জাগার সাথে সাথেই তা সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে। জান্নাতের নিয়ামতরাজী ছাড়াও আল্লাহর কাছে জান্নাতীদের জন্য এমন কিছু আছে যেখানে মানুষের জ্ঞান ও কল্পনা কখনো পৌছতে সক্ষম নয়।

৭. নবী-রাসূলদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী অতীতের অনেক শক্তিশালী জাতিগোষ্ঠীকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। অতপর তাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিলো না। অতীতের নাফরমান জাতি গোষ্ঠীর ধ্বংসাবশেষ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

৮. যাদের বোধশক্তিসম্পন্ন হৃদয় আছে এবং যারা আল্লাহর বাণী মনের কান দিয়ে শোনে, তারা ই আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম।

৯. আল্লাহ তা'আলা মাত্র ছয়দিনে আসমান-যমীন এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এতে তাঁর কোনো প্রকার ক্লান্তি আসেনি। সুতরাং মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে হিসাব নেয়া তাঁর জন্য অতিসহজ কাজ।

১০. বাতিলের সকল প্রকার উদ্ধানীর মুখে ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে।

১১. ফরয নামাযের পরে নফল আদায় এবং হাদীসে উল্লেখিত বিভিন্ন তাসবীহ পাঠ করা, বিশেষ করে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১২. স্বরণ রাখতে হবে যে, আমাদের সবাইকে ইসরাফীলের শিকার দ্বিতীয় ফু'কের সাথে সাথে পুনর্জীবিত হয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে হবে। একথা মনে রেখেই দুনিয়ার জীবনে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

১৩. হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষই ইসরাফীলের শিকার আওয়ায নিকট থেকেই গুনতে পারে, এতে একজন মানুষও শোনা থেকে বাদ যাবে না।

১৪. বলপ্রয়োগে কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা কোনো নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিলো না। যারা দীনের দাওয়াতে স্বৈচ্ছায় সাড়া দেবে তাদের কেউ আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে উপদেশ দান করতে হবে।

১৫. আল্লাহর আযাবের ভয় অন্তরে জাগরুক থাকলেই হিদায়াত লাভ এবং হিদায়াতের ওপর দৃঢ় থাকা সহজ হয়ে যায়।

